বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

<u>বর্তমান সরকারের মেয়াদে এ পর্যন্ত (২০০৯-২০২৩) উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ও অর্জন :-</u>

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড রেশম চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সকল চাষী ও বসনিদের চলমান প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রেশম পণ্যের কাঁচামাল অর্থাৎ রেশম গুটি উৎপাদন থেকে সুতা উৎপাদন এবং সুতা থেকে বস্ত্র উৎপাদনসহ সকল স্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নিম্নে উপস্থাপিত রেশম শিল্পের প্রবাহ চিত্রে কার্যক্রমসমূহ প্রদর্শন করা হলোঃ

<u>ক) তুঁতচাষ ও তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণঃ-</u>

রেশম চাষীদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী রেশম ডিম সরবরাহের লক্ষ্যে রেশম পোকা (পলু পোকা) পালন করতে হয়। যেহেতু তুঁতপাতা হলো রেশম পোকার একমাত্র খাবার, সেজন্য পলুপালনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ তুঁতবাগানের রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ৭টি তুঁতবাগান, ১১টি রেশম বীজাগার এবং ২টি গ্রেনেজের প্রায় ৪২০ বিঘা জমিতে সারা বছর তুঁতচাষ ও তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের তুঁতচারা রোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ পরিদর্শন

তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণ

খ) তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণঃ-

রেশম চাষের সুবিধার্থে রেশম সম্প্রসারণ এলাকার রেশম চাষীদের চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নার্সারীতে উৎপাদিত তুঁতচারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৭৮.৪৯ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন করে রেশম চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

গ) রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণঃ

সম্প্রসারণ এলাকার চাষীদের চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পি১, পি২ এবং পি৩ পর্যায়ের বীজাগারসমূহে ডিম উৎপাদন কার্যক্রম প্রায় সারা বছর চলমান থাকে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের বীজাগার সমুহে উৎপাদিত ৬০.৬৯ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম রেশম চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সম্প্রসারণ এলাকায় রেশম ডিম বিতরণ

সম্প্রসারণ এলাকায় রেশমগুটি উৎপাদন

ঘ) রেশম গুটি উৎপাদন:-

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সহায়তায় রেশম চাষীরা তাদের বাড়িতে বছরে চারবার রেশম পোকা পালন করে রেশম গুটি উৎপাদন করে থাকেন। এ পর্যন্ত রেশম চাষীগণ ২২৮২.৫০ মেট্রিক টন রেশম গুটি উৎপাদন করেছেন এবং উৎপাদিত রেশম গুটির একাংশ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করেছে এবং অবশিষ্ট অংশ বোর্ডের স্থানীয় কর্মীদের মধ্যস্ততায় বেসরকারি মিল মালিক ও কাঠঘাই মালিকগণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক

ক্রয়কৃত রেশম গুটির মূল্য মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) এমপি, মহোদয় রাজশাহী রেশম কারখানায় উৎপাদিত খাঁটি রেশম কাপড় দেখছেন

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) এমপি, মহোদয় রাজশাহী রেশম কারখানার ১৯টি লুম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করছেন।

ঙ) রেশম সুতা উৎপাদন (সরকারি পর্যায়ে):-

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন মিনিফিলেচার কেন্দ্রগুলিতে এ পর্যন্ত বছরে ১৫,৪৩০ কেজি রেশম সুতা উৎপাদিত হয়েছে।

চ) রাজশাহী রেশম কারখানায় রেশম কাপড় উৎপাদন:-

২০০২ সালে বন্ধকৃত রাজশাহী রেশম কারখানা রেশম সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতায় ২০১৮ সালে পূণরায় চালু হয়েছে। বর্তমানে ১৯টি লুম পরীক্ষামূলকভাবে পর্যায়ক্রমে চালু রয়েছে। রাজশাহী রেশম কারখানায় উৎপাদিত ব্লক, স্ক্রীন প্রিন্ট শাড়ী, গরদ শাড়ী, ডুপিয়ন সার্টিং, বলাকা, মটকা ইত্যাদি থান কাপড়, উত্তরীয়, টুপিস কাপড় রাজশাহী রেশম কারখানা চত্বরে অবস্থিত রেশম পণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র রাজশাহী এবং জেডিপিসি চত্বর, ফার্মগেট, ঢাকা শোরুমে বিক্রয় করা হচ্ছে । চালুর পর হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রাজশাহী রেশম কারখানায় ৪০,০৩০ মিটার রেশম কাপড় উৎপাদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০টি লুম বিশিষ্ট ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানাটি গত ২২-০৫-২০২৩ ইং তারিখে লীজ প্রদান করা হয়েছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: আব্দুর রউফ মহোদয়ের রাজশাহী রেশম কারখানা পরিদর্শন

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: আব্দুর রউফ মহোদয়ের রাজশাহী রেশম কারখানার শোরুম পরিদর্শন

ছ) রেশম চাষীদের প্রশিক্ষণ:- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে রেশম উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের চাষিসহ মাঠ পর্যায়ে পলুপালন, তুঁতচারা রোপণ, উত্তোলন ও পরিচর্যা এবং রিলিং বিষয়ে মোট ১৩,৩৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জ) ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ সম্প্রসারণঃ-

বাংলাদেশে রেশম চাষে মাঝারি ও বড় উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নওগাঁ, রংপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ফার্মিং পদ্ধতিতে মোট ৩৯৬ বিঘা জমিতে তুঁতচারা রোপণ করা হয়েছে।

ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁত চাষ

ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁত জমিতে রেশম চাষীর সাথে প্রকল্প পরিচালক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সাথে রেশম চাষ সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতেই রেশম চাষকে **"আমার বাড়ি আমার খামার"** প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৪টি জেলার ৯৯টি উপজেলায় "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সমিতির ২৩,৪১৬ জন সদস্যের মধ্যে জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আগ্রহী ৪,১১৭ জনের বিপরীতে এ পর্যন্ত ১,৩৫৮ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পভূক্ত ২,৬২৪ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৬৯৭ জন সদস্য রেশমপোকা পালন করে উৎপাদিত রেশমগুটি বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন।

এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনের চিত্র নিম্নের চকে দেয়া হলো:-

ক্রঃ নং	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
১.	তুঁতচাষ ও তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণ	৪২০ বিঘা (প্রতি বছর)
২.	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৭৮.৪৯ লক্ষ
৩.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৬০.৬৯ লক্ষ
৪.	রেশম গুটি উৎপাদন	২২৮২.৫০ মেট্রিক টন
৫.	রেশম সুতা উৎপাদন (সরকারি পর্যায়ে)	১৫,৪৩০ কেজি
৬.	রাজশাহী রেশম কারখানায় রেশম কাপড় উৎপাদন	৪০,০৩৪ মিটার
৮.	রেশম চাষি প্রশিক্ষণ	১৩,৩৭৬ জন

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে উচ্চ ফলনশীল তুঁত জাত উদ্ভাবন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিগত ১০ বছরে ২০টি তুঁতের জাত ও ৩০টি কীটের জাত জার্মপ্লাজম ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ উদ্ভাবনের ফলে বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন ৩৭-৪০ এর স্থলে ৪০-৪৭ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রতিশত ডিমে ৪০-৫০ কেজির স্থলে ৭০-৮০ কেজি রেশম গুটি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।